# বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

## মামলা নং-২/২০১৪

জনাব অসীম মন্ডল **ফরিয়াদী**
এস. এস. রোড
সিরাজগঞ্জ।

বনাম

জনাব এ.এম.এম. বাহাউদ্দীন **প্রতিপক্ষ**
সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর কে মিশন রোড,
ঢাকা-১২০৩।

**জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ**

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান।
২। ড. উৎপল কুমার সরকার — সদস্য।
৩। জনাব আকরাম হোসেন খান — সদস্য।
৪। ড. মোঃ খালেদ — সদস্য।

ফরিয়াদীর পক্ষে ঃ জনাব রায়হান মোর্শেদ, এডভোকেট।
প্রতিপক্ষের পক্ষে ঃ জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন লস্কর, এডভোকেট।
শুনানীর তারিখ ঃ ০২/১২/২০১৫ইং, ২৮/১২/২০১৫ইং, ১৩/০১/২০১৬ইং এবং ১৮/০২/২০১৬ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ৩০/০৩/২০১৬ইং।

## রায়

**ফরিয়াদীর আর্জি ঃ**

ফরিয়াদী জনাব অসীম মন্ডল দৈনিক ইনকিলাব সংবাদপত্রের ১৭ জুন ২০১৩ তারিখের সংখ্যায় 'উল্লাপাড়ায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের সরকারী সম্পত্তি দখল' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ এর বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছেন।

তার অভিযোগে বর্ণনা করে যে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামের সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে তাকে জনসমক্ষে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, গত ১৭ জুন দৈনিক ইনকিলাবের ১৩ পাতায় ব্যবসা বাণিজ্য বিভাগে উল্লাপাড়ায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের সরকারী সম্পত্তি প্রভাবশালীদের দখলে শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। এই সম্পত্তিটি শ্রী শ্রী কালী মাতা মন্দিরের নামে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের রায়ে নির্ধারিত হয়েছে। মন্দির পরিচালনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বর্তমানে মন্দিরের জমিতে কালী মাতা মন্দির রয়েছে এবং নিয়মিত পূজা অর্চনা হয়ে আসছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের দখলে জমিটি নেই। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার দূর্গানগর ইউনিয়নের বেশ কিছু জমি কালিমাতা মন্দির এবং দূর্গা মন্দিরের নামে ১৯৭৪ সালে পাবনা জেলা জজ আদালতের ৫/৭৪ নম্বর মামলার রায়ে দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে ঘোষনা করা হয়। ১৯৯৮ সালে কালিমন্দিরের ১২ শতক জমি নিজের দাবি করে জনৈকা জোৎস্না রাণী তালুকদার জাল কাগজ তৈরী করে সিরাজগঞ্জ সহকারী জেলা জজ আদালতে অপর প্রকার ৫৫/৯৮ নম্বর একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় শুধুমাত্র সরকারকে বিবাদী করলেও মামলার বিষয়টি জানতে পেরে মন্দির কমিটি তাতে পক্ষভূক্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করে। শুনানী শেষে মন্দির কমিটির পক্ষে দিলীপ কুমার এবং বিবাদী পক্ষ সরকার হেরে যান।

চলমান পাতা ০২

পরবর্তীতে মন্দিরের সেবায়েত এবং মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার তালুকদার জেলা জজ আদালতে ওসি আপিল ২১/০২ দায়ের করে পরাজিত হন। এরপর সরকার পক্ষ আপিল দায়ের না করার সিদ্ধান্ত নিলে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন ১৪৪৯/০৩ দায়ের করা হয়। ২০০৮ সালের ৩০ নভেম্বর সিভিল রিভিশন ১৪৪৯/০৩ এক সঙ্গে শুনানী শেষে মহামান্য হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ নিম্ন আদালতের দেয়া রায় বাতিল করে মন্দির কমিটির পক্ষে দাবি করা সার্বজনীন কালী মন্দির হিসেবে সম্পত্তিটি ঘোষনা দিয়ে রায় প্রদান করেন। একই জাল কাগজ সৃষ্টির দায়ে বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরের নির্দেশ দেন আদালত। এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে আদালতে মামলা দায়ের করার পর বাদী পক্ষের পাওয়ার অব এর্টনী মূলে মামলা পরিচালনাকারী মৃনাল কান্তি চাকীকে পুলিশ আটক করে। মৃনাল কান্তি চাকী মারা গেলেও বর্তমানে মামলাটি চলছে। এ রায়ের বিরুদ্ধে প্রয়াত জোসনা রানী তালুকদারের পক্ষ থেকে তার কন্যা আগমনী তালুকদার মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে লিভ টু আপীল ২৪৩-২৪৪/২০০৯ দায়ের করলে শুনানী শেষে তৎসময়ের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিমের নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ তা না মঞ্জুর করে কালী মাতা মন্দিরের সম্পত্তি হিসাবে ঘোষনা করে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন। ১২ শতক জমির বর্তমান সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ১৮ লক্ষ টাকা হলেও প্রকাশিত প্রতিবেদনে ১০ কোটি টাকা বলা হয়েছে। জনৈকা মহিলা মন্দিরের জমি নিজ সম্পত্তি দাবী করে মামলা দায়ের করে নিম্ন আদালত ও জেলা জজ আদালতে ডিক্রী প্রাপ্ত হলেও সরকার পক্ষ মহামান্য হাইকোর্টের প্রতিকার চেয়ে কোন আপীল দায়ের করেন নাই। অথচ মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য মন্দির হিসাবে ঘোষণা চেয়ে নিজ খরচে আপীল দায়ের করা হয়। যা মহামান্য হাইকোর্ট এবং আপীল বিভাগ বহাল রাখে। রায় ঘোষনার পর কালী মাতা মন্দিরের পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ মন্দিরটি সংস্কার করে তাতে পূজা অর্চনা সহ যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। আর. এস রেকর্ডে সর্বসাধারণ ব্যবহারযোগ্য মন্দির হিসাবে উল্লেখ রয়েছে। অথচ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সম্পত্তিটি প্রভাবশালীদের দখলে আছে, যা উদ্দেশ্যমূলক। এই কালি মন্দিরের সাথে দূর্গানগর শ্রী শ্রী নারায়ন দেব ও শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দিরের আরো কিছু জমি আছে। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার তালুকদার সহকারী জজ আদালতের দায়ের করা অপর প্রকার ৫৫/৯৫ মামলার রায়ে সেবায়েত নির্ধারিত হয়েছেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ জেলা জজ আদালতে অপর প্রকার আপিল ৬৫/২০০৭ আপিল দায়ের করলে শুনানী শেষে বিজ্ঞ বিচারক আপিল নামঞ্জুর করে নিম্ন আদালতে দেয়া রায় বহাল রাখেন। মামলা চলাকালে জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি জোরপূর্বক মন্দিরটি দখল করলে ফরিয়াদী এবং অন্যান্যরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় তাদেরকে সরিয়ে দেয়। বর্তমানে সেখানে দূর্গা মন্দিরে প্রতি বছর পূজা অর্চনা হয়ে আসছে। অবৈধ দখলদারদের হটিয়ে ধর্মীয় আচার পালনে সহায়তা চেয়ে সে সময়ে থানায় এজাহার দায়ের করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এই প্রতিবেদনটি অসৎ উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ মহলের অসৎ প্ররোচনায় অনৈতিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এমনকি সংবাদ মাধ্যমের প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী যাদের নামে অভিযোগ রয়েছে তাদের কোন মতামত পর্যন্ত নেয়া হয়নি। যা সংবাদপত্রের প্রচলিত নীতিমালা বিরুদ্ধ। তাছাড়া দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক রায় ঘোষনার পর তা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন আদালত অবমাননার শামিল এবং অপরাধযোগ্য। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর ফরিয়াদীসহ অন্যান্যগণকে সামাজিক এবং মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাছাড়া, প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর প্রকৃত বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত নন এমন মানুষের কাছে ফরিয়াদী ঠক প্রবঞ্চক হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই ক্ষতির পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ফরিয়াদী নিবেদন করে যে প্রকাশিত সংবাদ তাহার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত অংশসমূহ আমাকে আঘাত করেছে। প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে মন্দির কমিটির নামে সরকারী জমি দখল করা হয়েছে। অথচ ১৯৭৪ সালে পাবনা জেলা জজ আদালতের অপর প্রকার ৫/৭৪ মামলার রায়ে এ সম্পত্তি পারিবারিক দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে বিবাদী সরকার মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন ২১৩/৭৬ দায়ের করে পরাজিত হয়েছে। উচ্চ আদালতে এই সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রি বহাল রেখেছে। মূলত এই সম্পত্তি আদালতের রায়ে ঘোষিত মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত দিলীপ কুমার তালুকদারের পূর্ব পুরুষের মালিকানাধীন সম্পত্তি।

চলমান পাতা ০৩

স্থানীয় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদনের কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। নাম পরিচয়হীন ভূয়া ব্যক্তির নামে অসৎ উদ্দেশ্যে দেয়া এই আবেদন সরকারীভাবে তদন্ত শেষে অগ্রাহ্য করা হলেও পত্রিকার রিপোর্টে তা উল্লেখ করা হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে ২০০৭ সালে কালি মন্দির স্থাপন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত আর. এস রেকর্ডে এই জমিটি সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কালি মন্দির হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অন্তত ৫৫ বছর আগে। পত্রিকার রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, মন্দির কমিটির সন্ত্রাসী বাহিনী জমিটি দখল করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। অথচ প্রকৃত ঘটনা এই যে, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ যে পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছেন, তারাই সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে মন্দিরের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চালিয়েছেন। পরে র‍্যাব ও পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। সে সময় মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে থানায় প্রতিকার চেয়ে মামলা দায়েরের পর সেই প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশীট জমা দিয়েছে। মামলাটি এখনো চলছে। এ আপত্তিজনক সংবাদ ছাপানোর বিরুদ্ধে সম্পাদক মহোদয়ের কাছে ফরিয়াদী প্রতিবাদ পাঠিয়েছে যা সম্পাদক মহোদয় প্রকাশ করেনি। তাই বর্তমান অভিযোগ দাখিল করে আইনানুগ প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করেছে।

**প্রতিপক্ষের জবাব ঃ**

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে ফরিয়াদীর বক্তব্য খন্ডন করে বর্ণনা করে যে, ফরিয়াদীর মামলা বর্তমান আকারে ও প্রকারে অচল বিধায় আইনতঃ রক্ষণীয় নয় এবং ফরিয়াদীর অত্র মামলা আনায়নের কোন কারণ বা হেতু বিদ্যমান নেই এবং হেতু বিহীন মোকদ্দমা আইনগত ভাবে রক্ষণীয় নয়। ফরিয়াদী তার কৃতকর্ম পাশ কাটিয়ে নিজেকে রক্ষার নিমিত্তে এবং পরবর্তী সংবাদ ও সংবাদসমূহ যাতে প্রতিপক্ষ প্রকাশ করতে না পারে সে কারণেই নিজের সাফাই নিজে গেয়ে অত্র মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দায়ের করেছে যাহা কোনভাবেই আইনত রক্ষণীয় নয় বিধায় সরাসরি খারিজযোগ্য। ফরিয়াদীর শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষার জন্য এবং তার কৃতকর্ম প্রকাশে বাধা সৃষ্টির জন্য মামলা দায়ের  করিয়াছে। অথচ সে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ পেলে সারাদেশের মানুষ উপকৃত হতো যা বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯(২)(বি) এর পরিপন্থী বিধায় ফরিয়াদীর মামলা চলমান রাখার কোন অবকাশ নেই। ফরিয়াদী অত্যন্ত সুচতুর এবং তাঁর আইন সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রয়েছে। তিনি জানেন মামলা দায়ের করিলেই প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৭৪, প্রেস কাউন্সিল রুলস ১৯৮০, প্রেস কাউন্সিল রেগুলেশন ১৯৮০ ও সাংবাদিকদের আচরণ বিধি Chapter-VII ( Inquiry Procedure)  এর ৯ ঃ ২ এ বর্ণিত বিধিমালা অনুসারে Protection পাবেন শুধুমাত্র সে কারণে ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে যা আইনত চলতে পারে না এবং সরাসরি খারিজযোগ্য। ফরিয়াদী ১নং দফার বর্ণনা প্রতিপক্ষ কর্তৃক অস্বীকৃত ও ২নং দফায় ফরিয়াদীর বক্তব্যে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট সহ অন্যান্য সকল উর্ধ্বস্থন আদালত সম্পর্কে যে সকল বক্তব্য অভিযোগে লিপিবদ্ধ করেছেন উহা সম্পর্কে অত্র প্রতিপক্ষের কোন বক্তব্য বা মন্তব্য নাই, তবে যথাযথভাবে প্রমাণের দায়িত্ব ফরিয়াদীর। অত্র দফায় ফরিয়াদীর অন্যান্য বক্তব্য যেমন-

“জমিটি কোন ব্যক্তি বিশেষের দখলে নাই”“১২ শতক জমির বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্য ১৮ লক্ষ টাকা” “সম্পত্তি প্রভাবশালীদের দখলে আছে যাহা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রকাশ করা” প্রতিবেদনটি এবং অসৎ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ মহলের অসৎ প্ররোচনায় অনৈতিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশ করা এবং প্রকাশিত সংবাদ প্রচলিত নীতিমালা বিরোধী ইত্যাদি যে সকল অভিযোগ করা হয়েছে উহা প্রতিপক্ষ দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করে। ফরিয়াদীর মামলার ৩নং দফার বক্তব্য অনুসারে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে মূলত সম্পত্তিটি মন্দিরের সেবায়েত দিলীপ কুমার তালুকদারের পূর্ব পুরুষের মালিকানাধীন সম্পত্তি; জেলা প্রশাসক বরাবরে স্থানীয় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে যে আবেদন করা হয়েছে উহা অসৎ উদ্দেশ্যে বা উহা অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদটি রিপোর্ট উল্লেখ করা হয় নাই। ইত্যাদি বক্তব্যগুলি প্রতিপক্ষ দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেন।  ফরিয়াদীর সহিত প্রতিপক্ষের বা প্রতিপক্ষের সহিত ফরিয়াদীর কোন ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে শত্রুতা বিদ্যমান নেই। প্রতিপক্ষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিক তদন্ত সাপেক্ষে দেশ ও জাতীয় স্বার্থে যে কোন সংবাদ/ প্রতিবেদন/ রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। কোন পক্ষ প্রতিবাদ লিপি পাঠালে উহা যাচাই বাছাই সাপেক্ষে পরবর্তীতে প্রতিবাদ লিপি প্রকাশ করে। অত্র মামলার ফরিয়াদী প্রতিবাদ লিপি পাঠালেও উহা অনেকটি বিভ্রান্তিকর হওয়ায় প্রতিপক্ষ প্রকাশ করেন নাই। ফরিয়াদী তার মামলার অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, কালি মন্দিরের সম্পত্তির পরিমাণ ১২ শতাংশ যাহা আদালতের বিষয়বস্তু কিন্তু শ্রীমতি জোৎস্না রানীর দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৫৫/৯৮ মামলার ডিক্রী প্রাপ্ত হন ৪৭+ ১২= ৫৯ শতাংশ ভূমির যাহার সমুদয় অংশই ফরিয়াদী কালিমন্দিরের অজুহাতে নিজ দখলে রেখেছেন সে কারণে ফরিয়াদী স্বগোত্রীয়দের মধ্যেও একাধিক মামলা মোকদ্দমা বিদ্যমান ছিল কালি মন্দিরের নামে।

চলমান পাতা ০৪

সুতরাং ফরিয়াদী আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত ১২ (বার) শতাংশ ভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তিনি প্রায় ৭ (সাত) একর সম্পত্তি জবর দখলে রেখেছেন যার বাজার মূল্য কমপক্ষে ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকা, যা স্থানীয় ভূমি উন্নয়ন কর্মকর্তাকে তদন্তের আদেশ দিলে সমুদয় বিষয়টি ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হবে। ফরিয়াদীর ভূমি দস্যুতা ও সরকারী সম্পত্তি জবর দখলসহ উক্ত সরকারী সম্পত্তিতে স্থানীয় জনসাধারণের চলা ফেরায় বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা সহ নানাবিধ অভিযোগে সিরাজগঞ্জ জেলা শহরের অফিস আদালতের দেয়ালে দেয়ালে অসীম মন্ডল ও তার অন্যতম সহযোগী আঃ রশীদ এর কৃতকর্ম সম্পর্কে পোষ্টার লাগিয়েছে। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের মুখে প্রচারিত অসীম মন্ডল মন্দিরের সেবায়েত হলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি কালি মাতাকে পুজা না দিয়া পুজা দেন প্রভাবশালী সহযোগী আঃ রশীদকে। বস্তুত ফরিয়াদীর মামলার বক্তব্য যদি সঠিক হয় তবে তার নামে দেয়ালে দেয়ালে স্থানীয় পোস্টার লাগানো থাকবে কেন? এসকল পোষ্টার প্রচারণার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী কোন অভিযোগ কোথাও করেনি। ফরিয়াদীর সম্পর্কে দৈনিক চাঁদতারা পত্রিকায় ২৮ শে জুন বৃহস্পতিবার ২০০৭ এ মাদক বিক্রয়ের অভিযোগ "সাংবাদিক অসীম মন্ডলের বাড়ীতে র‍্যাবের অভিযান" শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ডাঃ আবদুল্লাহ সরকার বিগত ২৪/০৩/২০১৪ইং এর সুপার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ বরাবরে আবেদন করেন এবং উহার অনুলিপি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেছে। ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর পক্ষে উল্লাপাড়া সরকারী সম্পত্তি রক্ষা সংগ্রাম কমিটি বিগত ১১/১২/২০১৩ইং এ জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জ বরাবরে মন্দিরের নাম ব্যবহার করে সরকারী সম্পত্তি দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেন। ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে জনৈক জীবন কুমার সাহা সিরাজগঞ্জ বার্তা সম্পাদক এনটিভি ঢাকা বরাবরে ৫ বছরের বকেয়া বেতন ও বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেন এবং ১৮/০৬/২০১৪ইং তারিখে সিরাজগঞ্জ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন এবং ১১/০৯/২০১৪ইং তারিখে জেলা প্রশাসক বরাবরে সন্ত্রাসী অসীম মন্ডল কর্তৃক বন্ধ করে রাখা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার আবেদন করেন।

**ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর ঃ**

ফরিয়াদী প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইং ১৮-০১-২০১৫ তারিখে দাখিলী লিখিত জবাবের বিরুদ্ধে প্রতিউত্তর দাখিল করেছে। প্রতিপক্ষ তার জবাবের ৬নং দফায় উল্লেখিত ১২ শতক সম্পত্তি কোন ব্যক্তির বিশেষের দখলে নেই। শ্রী শ্রী নারায়ন দেব ও শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দিরের স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি বটে এবং তাহা মাননীয় উচ্চাদালত কর্তৃক উক্ত সম্পত্তির সেবাইত শ্রী দীলিপ কুমার তালুকদার বটে। প্রতিপক্ষ তার জবাবের ৭নং দফায় উল্লেখ করেন যে, মূলতঃ সম্পত্তিটি মন্দিরের সেবাইত দীলিপ কুমার তালুকদার এর পূর্ব পুরুষের মালিকানাধীন সম্পত্তি। জেলা প্রশাসক বরাবরে স্থানীয় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে যে আবেদন করা হয়েছে উহা অসৎ উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং আবেদনটি ও সংবাদটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় নাই। প্রতিপক্ষ তাহার জবাবের ৮ দফার (ক) তে উল্লেখ করেছেন যে, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিক তদন্ত সাপেক্ষে দেশ ও জাতীয় স্বার্থে যে কোন সংবাদ/প্রতিবেদন/রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু ফরিয়াদী প্রতিবাদ লিপি পাঠালেও উহা যাচাই বাছাই বা তদন্ত করে কিংবা ফরিয়াদীকে কোন কিছু অবগত না করে কি কারণে প্রেরিত প্রতিবাদ বিভ্রান্তিকর তাহা জবাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করায় উহা গ্রহণযোগ্য নহে। প্রতিপক্ষ জবাবের ৯নং দফায় উল্লেখ করেছেন যে, ফরিয়াদী কালী মন্দিরের অজুহাতে ৫৯ শতাংশ ভূমির সমুদয় অংশই কালী মন্দিরের অজুহাতে নিজ দখলে রেখেছে এবং সে কারণে স্বগোত্রীয়দের মধ্যে একাধিক মামলা মোকদ্দমা ছিল, আবার উক্ত দফার ৮ নং লাইনে উল্লেখ করেছেন যে, আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত ১২ শতক ভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। আবার ৭ থেকে ৯নং লাইনে বলিয়াছেন যে, ৭ (সাত) একর ভূমি জবর দখল করে রেখেছেন। যাহার বাজার মূল্য কমপক্ষে ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি টাকা) তাই দাখিলী জবাবের বর্ণনা বিভ্রান্তিকর বটে। প্রকৃত পক্ষে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের দেওয়া রায়ের প্রেক্ষিতে অত্র মন্দির কর্তৃপক্ষ শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দিরের ১২শতক জমির দখল প্রশাসনের মাধ্যমে গ্রহণ করে সেখানে কালী মন্দির সংস্কার করে পূজা অর্চনা শুরু করেছে। প্রতিপক্ষের উল্লেখিত ৪৭ শতক জমি মন্দির কর্তৃপ্ক্ষ কোন ভাবেই দখল ভোগ করে না। উল্লেখিত দাগের সম্পত্তি অর্পিতও অনাগরিক সম্পত্তির তালিকাভূক্ত হওয়ায় মন্দিরের সেবাইত তা দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে দাবী করে ২৪৭৮/২০১২ নম্বর অর্পিত ট্রাইব্যুনাল মামলা দায়ের করেছে। বিবাদী সরকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্বক জবাব দাখিল করে যা সরকারের দখলে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া একই দফায় প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেছে ফরিয়াদী আরও ৭ একর জমি জবর দখলে রেখেছেন। প্রকৃত পক্ষে এই জমির পরিমাণ ৭.৬৬ শতক। সি এস রেকর্ড অনুযায়ী এই সম্পত্তি শ্রী শ্রী নারায়ন দেব ও শ্রী শ্রী দূর্গা দেবী মন্দিরের সম্পত্তি। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সেবাইত দীলিপ কুমার তালুকদার উল্লাপাড়া সহকারী জজ আদালতে অঃ প্রঃ ৫৫/৯৫ নং মামলা দায়ের করলে মামলায় সেবাইত নির্ধারিত হয়েছে।

চলমান পাতা ০৫

এর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ মাননীয় জেলা জজ আদালতে ৬৫/২০০৭ নং অপর প্রকার আপীল দায়ের করিলে শুনানী শেষে বিজ্ঞ বিচারক তা না-মঞ্জুর করে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রী বহাল রাখেন এবং দীলিপ কুমার তালুকদারকে বৈধ সেবাইত হিসেবে ঘোষনা করেন। সেবাইত দীলিপ কুমার তালুকদার বর্তমানে সেখানে প্রতিদিন নারায়নদেবের পূজা ও সাড়ম্বরে বার্ষিক দূর্গা পূজা, অর্চনা অনুষ্ঠিত করে আসছে। এছাড়া কালী মন্দিরের জমির মালিকানা দাবি করে জনৈক মৃনাল কান্তী চাকী আদালতে মামলা দায়ের করলে অত্র ফরিয়াদী তথা মন্দির কমিটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই মামলায় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগের দেয়া রায়ে জাল কাগজ সৃষ্টির অভিযোগে উক্ত মৃনাল কান্তী চাকীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং কালী মন্দিরের পক্ষে রায় প্রদান করেন। এই রায় ঘোষনার পর সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে উক্ত মৃনাল কান্তী চাকীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। অভিযুক্ত মৃনাল কান্তী চাকী মারা গেলেও মামলাটি এখনও চলছে। প্রতিপক্ষের ১০ নং দফায় সরকারী সম্পত্তিতে স্থানীয় জনসাধারণের চলাফেরায় বাধা-বিঘ্ন চেষ্টা করা সহ নানাবিধ অভিযোগে সিরাজগঞ্জ জেলা শহরের অফিস আদালতের দেয়ালে দেয়ালে অসীম মন্ডল ও তার অন্যতম সহযোগী আঃ রশিদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পোষ্টার লাগিয়েছে। মুখে মুখে প্রচারিত অসীম মন্ডল মন্দিরের সেবাইত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি কালীমাতাকে পূজা না দিয়ে পূজা দেন সহযোগী আব্দুর রশিদকে। এধরনের বক্তব্য ফরিয়াদী দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার ও প্রতিবাদ করছে। এহেন অমার্জনীয় ভাষায় প্রতিপক্ষ ধর্মীয় মূল্যবোধের উপরে আঘাত করেছে। ফরিয়াদীর নিবেদন করে যে, কথিত আব্দুর রশিদ নামক কোন ব্যক্তির সাথে ফরিয়াদীর কোন পরিচয় নেই এবং ফরিয়াদীর কোন প্রকার সামাজিক, পারিবারিক, ব্যবসায়িক বা মামলা সংক্রান্ত কোন সম্পৃক্ততা নেই। প্রতিপক্ষের জবাবে ১১ দফায় উল্লেখিত দৈনিক চাঁদতারা পত্রিকায় ২৮ জুন, ২০০৭ এ মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের অভিযোগ "সাংবাদিক অসীম মন্ডলের বাড়ীতে র‍্যাবের অভিযান" এই মর্মে একটি সংবাদের কথা উল্লেখ করেছে। প্রকৃত পক্ষে উক্ত প্রকার রিপোর্ট সম্পর্কে ফরিয়াদী আনুমানিক দুই মাস যাবত জানতে পেরেছে। ইতিপূর্বে ফরিয়াদীর প্রকাশিত সংবাদটি সম্পর্কে জানা ছিল না। প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে গোপনীয়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ফরিয়াদীর বক্তব্য ২০০৭ সালে দীনবন্ধু হোমিও হলের মালিক ছিলেন ফরিয়াদীর পিতা প্রয়াত ডাঃ গজেন্দ্র নাথ মন্ডল। বাণিজ্যিক এলাকায় প্রধান সড়ক এস এস রোডে দীনবন্ধু হোমিও হল নামে ডাঃ গজেন্দ্র নাথ মন্ডল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও দোকানের পিছনে বসবাস করে আসতে থাকা অবস্থায় উক্ত গজেন্দ্র নাথ মন্ডল গত ইং ০৮ জুন ২০১১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ২০১১ সাল পর্যন্ত এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন ফরিয়াদীর বাবা। তার মৃত্যুর পর ফরিয়াদী ব্যবসায়িকভাবে কিছুটা সম্পৃক্ত হয়েছেন। আর প্রকাশিত প্রতিবেদনে ২০০৭ সালে মাদক অভিযানের জন্য সাংবাদিক অসীম মন্ডলের বাড়ীতে র‍্যাবের অভিযান উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত ২০০৭ ইং সালে ফরিয়াদী বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি ও দৈনিক সমকাল পত্রিকার সিরাজগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ফরিয়াদী ২০০৭ইং সালে কোনভাবেই দীনবন্ধু হোমিও হলের মালিক ছিলেন না। অথচ বিশেষ উদ্দেশ্যে ফরিয়াদীকে মালিক হিসাবে উল্লেখ করে গোপনভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকৃত বিষয়টি হলো ২০০৭ইং সালের মে মাসে দৈনিক সমকালের শেষের পাতায় ফরিয়াদীর পাঠানো "সিরাজগঞ্জে র‍্যাবের মামুলি জিজ্ঞাসাবাদ" শিরোনামে ৪ জন আহত ছাত্র নেতার ছবিসহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর তৎকালীন র‍্যাব-১২ এর ক্যাম্প অফিসের কয়েকজন কর্মকর্তাকে রদবদল করা হয়। সংবাদটি জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। এর কয়েকদিন পরেই ফরিয়াদীকে উদ্দেশ্য করে এ ধরনের অপতৎপরতা চালাতে পারে মর্মে ফরিয়াদীর ধারনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য "দৈনিক চাঁদতারা পত্রিকার" সম্পাদক জনাব আখতারুজ্জামান বাবলু ২০০১ সাল থেকে চারদলীয় জোট সরকার আমল পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশনের জেলা সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেছে। ২০০৭ইং সালে তিনি বিটিভি এর চাকুরী হারালে বেসরকারী টেলিভিশন এনটিভিতে চাকুরীর জন্য তদবীরাদি করিয়া ব্যর্থ হন। এনটিভি কর্তৃপক্ষকে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ভুল বুঝাইবার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত করেছিল বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। স্থানীয় ভাবে প্রকাশিত এ পত্রিকাটি কথিত ঘটনার উল্লেখ করলেও প্রতিবেদনে অভিযানের ফলাফল অর্থাৎ মাদকদ্রব্য উদ্ধার কিংবা কোন মামলা দায়ের করা হয়েছিল কিনা তা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করেননি। এমনকি যার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে তার বক্তব্য গ্রহণ করেননি। যাহা সংবাদপত্রের নীতিমালা বিরুদ্ধে।

চলমান পাতা ০৬

ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে কথিত জনৈক আব্দুল্লাহ সরকার বিগত ২৪/০৩/২০১৪ইং তারিখে সুপার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সিরাজগঞ্জ বরাবর আবেদন করে বিভিন্ন দপ্তরে এর অনুলিপি পাঠিয়েছে। ফরিয়াদী অভিযোগের বিষয়ে জানতে পেরে গত ইং ০৭/০১/২০১৫ তারিখে সিরাজগঞ্জ পুলিশ সুপার বরাবর একটি আবেদন দাখিল করেছে, যাহাতে ২৪/০৩/২০১৪ইং তারিখে জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবর ডাঃ আব্দুল্লাহ সরকার ও ডাঃ ইকবাল হাসানের নামীয় ২ ব্যক্তির জাল স্বাক্ষর এবং একই নাম ও ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করে সুপার, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বরাবর পৃথক আর একটি অভিযোগ সহ সরকারী সম্পত্তি রক্ষা কমিটির নামে নুরুল ইসলাম, আইয়ুব আলী এবং রাশেদ কবীর নামে ৩ জনের স্বাক্ষর জাল করে তাদের নাম ব্যবহারে ভুয়া, নাম ঠিকানা দরখাস্তে প্রতিপক্ষের প্রদর্শনী বি, বি-১ এর সত্যতা সম্পর্কে তদন্ত অন্তে যাচাই করিয়া প্রকৃত সত্যতা উদঘাটন করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। যা সিরাজগঞ্জ পুলিশ সুপার কার্যালয়ের মিস কেস ০৮/২০১৫ নম্বর নথি হিসাবে তদন্ত কার্য চলছে। প্রতিপক্ষের জবাবে ১৩নং দফায় উল্লেখিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে গত ০৭/০১/২০১৫ইং তারিখে ফরিয়াদী কর্তৃক পুলিশ সুপার সিরাজগঞ্জ বরাবর দাখিলী আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে পুলিশ সুপার অফিস কর্তৃক তদন্ত চলছে, যাহা অত্র জবাবে ১২নং দফায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। কথিত সরকারী সম্পত্তি রক্ষাকারী সংগ্রাম কমিটির নাম ব্যবহারে উল্লেখিত সম্পত্তির বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সরকারী সম্পত্তি নহে মর্মে ঘোষিত হয়েছে। তাহা দেবত্তোর সম্পত্তি হিসাবে মন্দির কমিটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মন্দিরের সম্পত্তি স্থানীয় প্রভাবশালীরা দখল নেয়ার চেষ্টা করলে অত্র ফরিয়াদী সহ মন্দির কমিটি স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় তাদের সরিয়ে দেন। প্রতিপক্ষের জবাবে ১৪নং দফার উল্লেখিত মতে জনৈক জীবন কুমার সাহা এনটিভি কর্তৃপক্ষ ঢাকা বরাবর ৫ বছরের বকেয়া বেতন ও বিল পরিশোধের জন্য আবেদন করেছেন। অথচ গত ইং ১/১২/২০১৪ইং তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতি বরাবর অত্র ফরিয়াদীর প্রতিকার চেয়ে আবেদনের পর উক্ত জীবন কুমার সাহা তারিখ বিহীন একটি পত্রে সিরাজগঞ্জ আইনজীবী সমিতি কর্তৃপক্ষকে জানান যে, তিনি এনটিভি কর্তৃপক্ষকে কোন প্রকার চিঠি প্রেরণ করেননি। প্রতিপক্ষের আপত্তির একই দফায় উল্লেখিত তথ্য বিভ্রান্তিকর। জীবন কুমার সাহা ১৮/০৬/২০১৪ইং তারিখের জি.ডি এবং ১১/০৯/২০১৪ তারিখে জেলা প্রশাসক বরাবরে আবেদনে তিনি নিজেকে ব্যবসায়ী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। জীবন কুমার সাহা কর্তৃক ১১/০৯/২০১৪ইং তারিখে জেলা প্রশাসক বরাবরে দাখিলী আবেদনটি তদন্ত অন্তে দরখাস্তে উল্লেখিত উক্তি মিথ্যা মর্মে প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিপক্ষের জবাবে ১৫ নং দফায় উল্লেখিত ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে পিটিশন মোকদ্দমা নং-২৮/২০১৪ ধারা আইন শৃঙ্খলা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন-২০০২ এর ২(২)(ঈ) তদসহ দঃ বিঃ ৪২০/৩৮০/১০৯ ধারা মামলাটি তদন্ত অন্তে কথিত ঘটনাটি মিথ্যা মর্মে প্রমাণিত হওয়ায় গত ২০/১০/২০১৪ইং তারিখে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে মামলার বাদী জীবন কুমার সাহা বিজ্ঞ আদালতে গত ইং ১০/০১/২০১৪ তারিখে একটি না-রাজী দরখাস্ত দাখিল করে। উক্ত না-রাজী দরখাস্ত গত ইং ১৮/১১/২০১৪ তারিখে বিজ্ঞ আদালত শুনানী অন্তে না-মঞ্জুর করেন এবং জীবন কুমার সাহার বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনের ৬ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশ প্রসিকিউশন দায়ের করার পর থেকে জীবন কুমার পলাতক রয়েছে এবং তাহার বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালত থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সহ ক্রোকী পরোয়ানার আদেশ হওয়া সত্ত্বেও আসামী আদালতে আত্মসমর্পন এবং পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার না হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক বিধি মোতাবেক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিপক্ষের জবাবের ১৬নং দফায় উল্লেখিত জনৈক জীবন কুমার সাহা বিগত ০১/০৭/২০১৪ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ নং-৩২৯/২০১৪ দায়ের করেছে মর্মে উল্লেখ করেছে। প্রকৃত পক্ষে অভিযোগ ৩২৯/২০১৪ নামে কোন অভিযোগ জীবন কুমার সাহা দাখিল করে নাই। তবে জীবন কুমার সাহা মিথ্যা ঘটনা উল্লেখ করে ৩২৪/২০১৪ নং একটি অভিযোগ দায়ের করেন। বিষয়টি জানতে পেরে অত্র ফরিয়াদী প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করে গত ইং ২৮/১২/২০১৪ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দেয়া ইং ০৬/০৮/২০১৪ তারিখের আদেশ পুনঃ বিবেচনা সহ মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করে। যাহার প্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গত ইং ০৬/০১/২০১৫ তারিখে প্রদত্ত আদেশে গত ইং ০৬/০৮/২০১৪ তারিখের আদেশটি বাতিল করে ফরিয়াদী অসীম মন্ডলের অভিযোগটি পুলিশ সুপার সিরাজগঞ্জের অবগতি ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করেন।

চলমান পাতা ০৭

প্রসঙ্গত এনেক্সার-জি সিরিজ হিসাবে দাখিলী অন্যান্য স্থানীয় পত্রিকাসমূহের প্রতি বিজ্ঞ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক ফরিয়াদী নিবেদন করে যে, ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়েরের পর সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক দোলনচাপা ও দৈনিক কলম সৈনিক পত্রিকায় তাহাও ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে অথচ যার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে তার কোন বক্তব্য নেওয়া হয়নি। যাহা সংবাদপত্র নীতিমালা বিরুদ্ধ। এছাড়া তদন্ত শেষে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি মিথ্যা মর্মে প্রমাণিত হলেও ঐ সব পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করেনি। এমনকি পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এনটিভি ও কালের কণ্ঠ পত্রিকার সংবাদ দাতার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এমনটি ফলাও করে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত কিছু পত্রিকাগুলোকে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করে সংবাদ প্রকাশ করছে। প্রতিপক্ষের জবাবের ১৮নং দফায় ফরিয়াদী একজন মামলাবাজ, ভূমি দস্যু এবং তার দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায় নির্যাতিত মর্মে উল্লেখ করেছে কিন্তু যার কোন প্রমাণ নেই। প্রকৃত পক্ষে উল্লাপাড়া থানার একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক শ্রী শ্রী নারায়ন দেব ও শ্রী শ্রী দূর্গা দেবী মন্দিরের দেবাত্তর সম্পত্তি অন্যায়ভাবে দখল করলে অত্র ফরিয়াদী সহ মন্দিরের সেবাইত শ্রী দীলিপ কুমার তালুকদার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা সহ বিজ্ঞ আদালতের আশ্রয় নেন এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক ডিক্রী প্রাপ্ত হন, যা অত্র মামলার মূল আর্জিতে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের জবাবের ১৯নং দফায় বর্ণিত উক্তি মতে প্রকাশিত সংবাদটি মোটেই বস্তুনিষ্ঠ নহে বিশেষ একটি মহলকে খুশি করতেই প্রতিপক্ষ উক্ত প্রকার মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ তার লিখিত জবাবে মামলার মূল বিষয়টিকে আড়াল করে অপ্রাসঙ্গিক মিথ্যা তথ্যের অবতারণা করে নিজেদের কৃত কর্ম আড়াল করার চেষ্টা করেছে মাত্র। মূলতঃ উল্লাপাড়ায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের সরকারী সম্পত্তির দখল শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে ফরিয়াদী বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে এই অভিযোগ দাখিল করেছে অথচ প্রতিপক্ষের দাখিলী জবাবে যে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য প্রদান না করে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির অবতারণা করেছে। ইতিমধ্যে জবাবে উল্লেখিত প্রসঙ্গগুলির কোন কোনটি তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্ট আদালত ও দপ্তর কর্তৃক মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, ফরিয়াদী মনে করে যে, প্রকৃত ঘটনার আড়াল করে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের নিকট মিথ্যা বর্ণনায় ফরিয়াদীকে হেয় প্রতিপন্ন করতেই এই বিভিন্ন অভিযোগগুলির অবতারণ করেছে। প্রতিপক্ষের জবাবে দাখিলী এনেক্সার-বি, বি-১ এবং সি এর অভিযোগকারীর প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা প্রতিপক্ষকে বিজ্ঞ আদালতের নিকট প্রমাণ করতে হবে। ইতিপূর্বেও জনৈক মনিরুল ইসলাম জানপুর ব্যাংক পাড়া সিরাজগঞ্জ কর্তৃক গত ইং ১৪/১০/২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবর সাংবাদিকতার আড়ালে মাদক ব্যবসায়ী অভিযোগ আনয়ন করলে মাননীয় জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার বরাবর উক্ত অভিযোগ প্রেরণ করলে মাননীয় সহকারী পুলিশ কমিশনার গত ইং ০৬/১২/২০১২ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, সাংবাদিকতার আড়ালে মাদক ব্যবসা করার বিষয়টি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বিধায় প্রার্থনা এই যে, উপরোক্ত কারণ বিবেচনা করে প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তিতে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াদির উল্লেখ থাকায় প্রতিপক্ষের লিখিত জবাব বাতিল করে ফরিয়াদী সুবিচারের জন্য প্রার্থনা করেছে।

ফরিয়াদীর পক্ষে জনাব রায়হান মোর্শেদ, এডভোকেট এবং প্রতিপক্ষের পক্ষে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন লস্কর এডভোকেট হাজির হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপনা করেন। ফরিয়াদীর পক্ষে বিজ্ঞ এডভোকেট যুক্তি তর্ক উপস্থাপন কালে ফরিয়াদীর আর্জি/অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর পড়ে শুনান। তিনি তর্কিত প্রকাশিত সংবাদটিও পড়ে শুনান। তিনি নিবেদন করেন যে, প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরে ফরিয়াদী প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ জবাবের ৮(ক) দফায় "অত্র মামলার ফরিয়াদী প্রতিবাদলিপি পাঠালেও উহা অনেকটা বিভ্রান্তিকর হওয়ায় প্রতিপক্ষ প্রকাশ করেন নাই" বক্তব্য উল্লেখ করে ছাপায়নি, যা প্রেস কাউন্সিল এর আচরণ বিধির ১৭ নং ধারার পরিপন্থি এবং তিনি প্রতিবেদনের প্রথম লাইন কয়টি "সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের সরকারী সম্পত্তি দখল'- প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন যে, '১০ কোটি টাকা মূল্যের সরকারী অর্পিত ৭ একর সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে প্রভাবশালীরা'- ইহা মিথ্যা। এই সম্পত্তির পরিমাপ হলো ৭.৬৬ একর কিন্তু উক্ত সম্পত্তি জেলার সাব জজ আদালত ১৮/১১/১৯৭৮ইং তারিখের রায়ে শ্রী শ্রী নারায়ন দেব এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এই সম্পত্তি অনাবাসিক সম্পত্তি নহে ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে। তিনি আর্জির সাথে সংযুক্ত এনেক্সার ১, ৫ এবং ৬ যথাক্রমে সিভিল রিভিশন নং ২১১৪/২০০১ এবং সিভিল রিভিশন নং ১৪৪৯/২০০১ এবং লিভ টু আপিল নং-২৪৩-২৪৪/২০০৯ রায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন যে, ৭.৬৬ একর ও ১২ শতক সম্পত্তি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় বরং এই সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, ফলে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই সম্পত্তি দখল করার কোন সুযোগ নেই। কাজেই এই প্রতিবেদনটি জনগণকে বিভ্রান্ত করার কুমানষে এবং ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য করা হয়েছে। তবে ০৪৭ শতক দেবোত্তর সম্পত্তি নয় বিধায় ফরিয়াদী দাবী করেনা। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদী ১৭ জুন ২০১৩ ইংরেজী তারিখের প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদন এর বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে কাউন্সিলের বিচারিক কমিটিতে বিচার প্রার্থনা করেছে কিন্তু প্রতিপক্ষ তার জবাবে মামলার মূল বিষয়টি আড়াল করে অপ্রাসঙ্গিক মিথ্যা তথ্যের অবতারণ

চলমান পাতা ০৮

করে প্রতিপক্ষের কৃতকর্ম আড়াল করার চেষ্টা করেছে। বিষয়গুলি বিভিন্ন ফোরামে বিচার নিস্পত্তি হয়ে গেছে এবং কিছু বিবেচনাধীন আছে। দৈনিক চাঁদতারা পত্রিকার ২০০৭ সালে প্রকাশিত বিষয় বর্তমানে আনীত বিষয়ের সাথে কোন অবস্থাতেই প্রাসঙ্গিক হতে পারেনা। প্রতিপক্ষ অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অবতারণা করে বিচার বিভ্রান্ত ঘটাতে প্রয়াস পেয়েছে। তিনি পরিশেষে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেন।

অপরপক্ষে, প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়াদীর পক্ষের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে নিবেদন করে যে, ফরিয়াদীর মামলা রক্ষণীয় নয় কারণ এর কোন হেতু নেই, তাই সরাসরি খারিজযোগ্য। তিনি নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদী একজন চতুর মানুষ এবং কাউন্সিল এর আইন সম্পর্কে জ্ঞাত বিধায় আইনের আড়ালে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এই অভিযোগটি দাখিল করেছে। যাতে বিচারকালীন অবস্থায় আর কোন খবর প্রচার না করা যায়। প্রকাশিত সংবাদ প্রচলিত নীতিমালা বিরোধী নয়। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, কালি মন্দিরের ১২ শতক সম্পত্তি আর বাকী ৪৭ শতক সম্পত্তি ফরিয়াদী কালি মন্দিরের অজুহাতে নিজ দখলে রেখেছেন এবং বেদখলের মাধ্যমে স্বগোত্রীয় ব্যক্তির ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করেছে। তিনি বলেন যে, কালি মন্দিরের সেবায়েত হলেও তিনি প্রভাবশালীদের সহায়তায় মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, যার জন্য তার বিরুদ্ধে দেয়ালে দেয়ালে অভিযোগের পোষ্টার লাগানো হয়েছে। তিনি জবাবের বিভিন্ন দফায় বর্ণিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন যে, ফরিয়াদী বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত। সুতরাং খবরটি পরিবেশিত হয়েছে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে এবং সাংবাদিকতার রীতিনীতি মেনে। সুতরাং, ন্যায় বিচারের স্বার্থে মামলাটি খারিজ করা হোক।

বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শুনা হলো। নথিতে রক্ষিত ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিউত্তর এবং প্রতিপক্ষের জবাব এবং সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্র পর্যালোচনা করা গেলো। প্রতিপক্ষের পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাব এর ১৭ জুন, ২০১৩ ইংরেজীতে প্রচারিত সংবাদ/প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে দেখা হলো। আলোচনার সুবিধার্থে সংবাদটি হুবুহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

> ***"উল্লাপাড়ায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের সরকারি সম্পত্তি দখল***
>
> *সিরাজগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা ঃ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের সরকারি অর্পিত ৭ একর সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে প্রভাবশালীরা। সরকারি জায়গাটি দখল করে সেখানে ধান চাষসহ পুকুরে মাছ চাষ করে আসছে। স্থানীয় এলাকাবাসী সরকারি সম্পত্তি রক্ষায় সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত আবেদন করেছে। সরকারি অর্পিত সম্পত্তি হলেও প্রভাবশালীরা এই জায়গাটি নিজেদের দাবি করে আদালতে মামলা দায়ের করেছে। অভিযোগের উল্লেখ করা হয়েছে, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার দুর্গানগর ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংলগ্ন ৭ একর সরকারি সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে সিরাজগঞ্জের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অসীম মন্ডল ও তার সহযোগী দিলীপ কুমার। ২০০৭ সালে দেশে জরুরী অবস্থা চলাকালে প্রভাবশালী দূর্গানগর ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংলগ্ন কাঠালতলায় একটি কালিমন্দির নির্মাণ করে। পরে মন্দির পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে সিরাজগঞ্জ শহরের এস. এস. রোডের হোমিও ডাক্তার অসীম মন্ডল সভাপতি ও উল্লাপাড়া দূর্গানগর ইউনিয়ন সংলগ্ন দিলীপ কুমারকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এই কমিটির নাম ব্যবহার করে উক্ত সরকারি ৭ একর সম্পত্তি দখল করতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল ত্যাগ করলে প্রভাবশালীরা সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে জায়গাটি দখল করে নেয়।"*

প্রতিবেদনটি মূলত সরকারী সম্পত্তি দখল সংক্রান্ত এবং এতে টাকার পরিমাণ ও উল্লেখ করা হয়েছে। ফরিয়াদীর কথা হলো এই প্রতিবেদনটি প্রচারের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কোন আলাপ আলোচনা যাচাই বাছাই করা হয়নি। এর প্রেক্ষিতে ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের নিকট প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেছে কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রতিবাদপত্রটি স্বীকৃতভাবেই ছাপেনি। বরং জবাবে উল্লেখ করেছে "অত্র মামলার ফরিয়াদী প্রতিবাদলিপি পাঠালেও উহা অনেকটা বিভ্রান্তিকর হওয়ায় প্রতিপক্ষ প্রকাশ করেন নাই।"

ফরিয়াদীর দাখিলকৃত রায়সহ অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১২ শতক সম্পত্তি শ্রী শ্রী কালী মন্দিরের যেখানে পূজা অর্চনা হচ্ছে। আর বাকী ৪৭ শতক সম্পত্তি মন্দির কর্তৃপক্ষ দাবী করেনা। প্রতিবেদনটিতে যে ৭ একর সম্পত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। দাখিলকৃত এনেক্সার-১ সাব জজ আদালতের রায় এবং ডিক্রি। উক্ত রায়-ডিক্রি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তা ৭.৬৬ একর সম্পত্তি। এই সম্পত্তি অনাবাসিক সম্পত্তি নয় বিধায় আদালত ঘোষণা দিয়েছে এবং বর্তমানে ঐ সম্পত্তি হলো শ্রী শ্রী নারায়ন দেব ও শ্রী শ্রী দূর্গা দেবী মন্দিরের সম্পত্তি এবং দীলিপ কুমার তালুকদার হলো সেবায়েত।

তাই, এই প্রতিবেদনটি প্রচারের পূর্বে যাচাই বাছাই করা হয়নি বলে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হচ্ছে। উপরন্তু, ফরিয়াদীর প্রতিবাদলিপিটিও এক খুড়া অজুহাতে ছাপা হয়নি। সংবাদ প্রচারের পূর্বে তা যাচাই বাছাই করা প্রতিবেদক/সম্পাদক এর কর্তব্য। আর প্রতিবাদলিপি ছাপানোর বিষয় কাউন্সিল এর আচরণ-বিধিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

চলমান পাতা ০৯

কিন্তু এই প্রতিবেদনটি প্রচারের পূর্বে কোনরকম সত্যাসত্য যাচাই বাছাই করা হয়নি তা পরিষ্কার এবং এতে সাংবাদিকতার কোন রীতিনীতি মানা হয়নি। প্রাসঙ্গিকভাবে "*বাংলাদেশে হলুদ সাংবাদিকতা, প্রকাশক বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট,*" বইয়ে প্রকাশিত "সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতা ওতপ্রোত জড়িত, গোলাম সারওয়ার, সম্পাদক, দৈনিক সমকাল" প্রবন্ধটি (পৃষ্ঠা-১৭৮) খুবই প্রণিধানযোগ্য, যার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো।

> *পাশাপাশি আরেক ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, এর সংখ্যা অনেক বেশি। একজন পাঠক হিসেবে মনে হয়, সেখানে সংবাদের সোর্স সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয় না, নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করা হয় না; সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানা হয় না। কোনো সংবাদ প্রচারের ফলে কারো ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হলো কিনা তা পরোয়া করা হয় না। বলতে গেলে এসব কিছুই মানা হয় না। বরং পাঠককে মুখরোচক কিছু দেওয়ার জন্যই এসব ছাপা হয়- এই দুটো ধারার সংবাদপত্র আছে। দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। কারণ এসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। আমি মনে করি, এ ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়া উচিত নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই যা খুশি লিখে দিলাম। যেমন, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে যারা অভিযোগ করে তাদেরও স্বার্থ হাসিলের ব্যাপার থাকে অনেক সময়। একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে এই অভিযোগটাকে মিথ্যা ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তাহলেই আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভিযোগ পেলেই ছেপে দেওয়া হলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তার কোনো বক্তব্য নেওয়া হলো না। এতে তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এই যে ইচ্ছেমতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই ইয়োলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।*

প্রতিপক্ষ এই প্রচারিত সংবাদটি ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ২০০৭ সাল থেকে অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়-বস্তু নিয়ে আসছে। মনে রাখতে হবে যে প্রেস কাউন্সিল এর বিচারিক কমিটি সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে অভিযোগের নিস্পত্তি করে থাকে অন্য কোন বিষয় নয়। যদি ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত বিষয় কোন অভিযোগ থাকে তা সংশ্লিষ্ট আদালতে আনতে পারেন এবং তার বিচার হবে সংশ্লিষ্ট আদালতে। সুতরাং সংবাদ প্রচার করতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় আনয়ন করা একেবারেই সমীচীন নয়।

নথিতে রক্ষিত কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে এবং তা বিবেচনায় এনে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ফরিয়াদীপক্ষ তার বক্তব্য প্রমাণে সমর্থ হয়েছে। তাই আবেদনটি মঞ্জুর করা হলো।

কাউন্সিল উভয়পক্ষের বিস্তারিত বিবরণ, পক্ষগণের আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবণ করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছে যে, দৈনিক ইনকিলাব বিতর্কিত প্রকাশনা দ্বারা ফরিয়াদীর মান ক্ষুন্ন করেছে। তাই, দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সম্পাদক এবং সংবাদদাতাকে ভর্ৎসনা করা হলো এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

এই রায়ের সহি মহুরী নকল প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় এই রায় হুবুহু প্রকাশ করে, একটি কপি এ কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য এ বিচারিক আদালত নির্দেশ দিচ্ছে।

স্বাক্ষরিত/-
( বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

| | | |
|---|---|---|
| আমি একমত, | আমি একমত, | আমি একমত, |
| স্বাক্ষরিত/- | স্বাক্ষরিত/- | স্বাক্ষরিত/- |
| (আকরাম হোসেন খান ) | (ড. মোঃ খালেদ) | (ড. উৎপল কুমার সরকার) |
| সদস্য | সদস্য | সদস্য |